

আসামী মুহতাসিম ফুয়াদ, মোঃ সাদাত ওরফে এ.এস.এম  
নাজমুস সাদাত, অমিত সাহা ও ইশতিয়াক আহমেদ মুন্না জেরা  
ভিক্রাইন ।

পি.ভাবিউ-২৭ ওয়াহিদুর রহমান রাফসান তার জবানবন্দীতে  
বলেন যে- ঘটনার তারিখ ০৬/১০/২০১৯ইং । উক্ত  
০৬/১০/২০১৯ইং তারিখে আমি বাংলাদেশ একৌশল বিশ্ববিদ্যালয়,  
ঢাকা এর বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ১৫ তম ব্যাচ এর  
ছাত্র ছিলাম এবং বুয়েট শেরবাংলা আবাসিক হলের রুম নং-  
২০০৭ এ থাকতাম । ঘটনার দিন ০৬/১০/১৯ইং তারিখে রাত  
অনুমান ১১:০০টার দিকে আমি হলে প্রবেশ করি । এর আগ পর্যন্ত  
আমি বনশ্রীতে আমার খালার বাসায় অবস্থান করছিলাম । হলে  
ফিরে আমি পড়তে বসি । তারপর রাত অনুমান ১১:৪৫ টার দিকে  
আমার রুমমেট তাজওয়ার বখতিয়ার জাহিদ ২০০৭ নং রুমে এসে



জানায় যে “দোস্ত ২০১১ এর সামনে অনেক স্যাভেল দেখলাম”।

আমি ভাবলাম হলে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। উল্লেখ্য তার আগেও বেশকিছু দিন আগে কয়েকজন ছাত্র সকাল<sup>৯</sup>, বিটু, নাহিয়ান, মুন্না আরো কয়েকজন ছাত্র মিলে এহতেশাম এবং ইকবালকে মারধর করে। আমিও আর তেমন চিন্তা না করে পড়তে বসি। এর মাঝেও মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম বেশ কয়েক বার হলের ২০০৭ নং রুমে আসে। কিছু ২০১১ নং রুমে কি হচ্ছে সে সম্পর্কে মোর্শেদ আমাকে কিছু বলে না। তারপর রাত অনুমান ০১:৩০ ঘটিকায় দিকে আমি, তাজওয়ার বখতিয়ার জাহিদ, মুহতাদি আনচাবী এবং রেদোয়ান আফরোজ এরা মিলে ০৭/১০/১৯ইং তারিখে আনুমানিক রাত ০১:৩০টার সময় নিচে বুয়েটের তিভুমীর হলের সামনে সিরাজ ভাইয়ের দোকানে পরোটা খেতে যাই। এরপর অনুমান ১৫/২০ মিনিট পর আমি আমার ২০০৭ নং রুমে ফিরে আসি এবং ২০০৭



নং রুমে এসে দেখি মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম আমার বিছানায় বসে আছে । তখন মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলামকে বেশ বিমর্ষ ও বিধবস্ত লাগছিল । তখন তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি কি হয়েছে? সে আমাকে কিছু বলেনা । এর কিছুক্ষণ পরে তাজোয়ার বখতিয়ার জাহিদ ওকে জিজ্ঞাসা করলে ও বলে যে, ভাই ২০১১ নং রুমে একটা ছেলেকে বেশ পিটানো হয়েছে । আমরা বাইরে যেতে চাইলে মোর্শেদ বলে যে, ভাই এখন বের হইও না, ঝামেলা হতে পারে । ওর কথায় আর আমরা বাইরে যাই নাই । তারপর পিছনের বারান্দায় গিয়ে বুঝার চেষ্টা করি আসলে কি হয়েছে । উল্লেখ্য ২০০৭ এর পিছনের বারান্দা থেকে নীচ তলার গেটের সামনে কি হচ্ছে তা বুঝা যায় এবং সিড়ির ল্যান্ডিংয়ে একটা অস্পষ্ট গ্লাস থাকায় আবছা বুঝা যায় । সেখানে দেখি কয়েকজন ছাত্র ছোটছুটি করছে । এর বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন ছাত্রদের ছোটছুটি এবং চিৎকার, চিৎরাচিন্ত্রির শব্দ শুনেতে পেয়ে



সিড়ির ল্যাভিংয়ে স্থানে যাই। গিয়ে দেখতে পাই আবরার ফাহাদ সিড়ির ল্যাভিংয়ে নিখর হয়ে তোষকের উপর শুয়ে আছে। ওখানে কিছুক্ষণ থাকার পরে ডাক্তার মানুষক এলাহি আসে। ওখানে আমার সাথে আমার ওজন রুমমেট মুহতাদি আহনাফ আনসারী, তাজওয়ার বখতিয়ার জাহিদ ও তানভীর রায়হান ছিল। এর কিছুক্ষণ পরে বুয়েট মেডিকেলের ডাক্তার মানুষক এলাহি সেখানে আসেন এবং এসে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমাদেরকে জানান “হেলোটো ১০/১৫ মিনিট আগেই মারা গেছে”। এর কিছুক্ষণ পরে সেখানে বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সেক্রেটারী মেহেদী হাসান রাসেল এবং আর একজন ছাত্র সিড়ির ল্যাভিং স্থানে আসে। এসে মেহেদী হাসান রাসেল তার পাশের জনকে দেখিয়ে বলে “আবরার ফাহাদের লাশটিকে সিড়ি থেকে নিচে নামা।” মেহেদী হাসান রাসেলের এই কথা শুনে সেখানে দাড়িয়ে থাকা আমরা তাজওয়ার বখতিয়ার





( 321 )

জাহিদ, মুহতাদি আহনাফ আনসারী. তানভীর রায়হান ও আমি  
নিজে রুম নং ২০০৭ এ ফিরে আসি। আসার পরে তাজেয়ার  
বখতিয়ার জাহিদ সোহরাওয়ার্দী হলে অবস্থানরত মুবিন ৩ প্রত্যয়কে  
এবং আহসান উল্লাহ হলে অবস্থানরত সৌমেন সিকদারকে ফোন  
দেয় এবং ঘটনা সম্পর্কে জানায়। এর পরে মুবিন ৩ প্রত্যয়  
আমাদের রুম নং ২০০৭ এ আসে। আরো কিছুক্ষণ পরে মুবিন  
৩ প্রত্যয় সোহরাওয়ার্দী হলে যায় এবং আমি, তাজেয়ার  
বখতিয়ার জাহিদ এবং রেদওয়ান আফরোজ এই তিনজন মিলে  
বুয়েটের আহসান উল্লাহ হলে যাই। সেখানে আরো কয়েকজনকে  
জানালোর পরে শেরেবাংলা হলের রুম নং ২০০৭ এ ফিরে আসি।  
সেখানে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করার পরে শেরেবাংলা হলে থাকা  
নিরাপদ না ভেবে আমাদের হল থেকে আমি নিজে, তাজেয়ার  
বখতিয়ার জাহিদ এবং রেদওয়ান আফরোজ এবং সোহরাওয়ার্দী হল থেকে



আরো বেশ কয়েকজন বুয়েট ক্যাম্পাসে যাই। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পরে কয়েকজন স্যারকে দেখতে পাই এবং তাদেরকেও বিষয়টি জানাই। এরপরে ১৭ ব্যাচের ছাত্ররা ফেসবুকে আবরার যাহাদের হত্যার ব্যাপারে স্ট্যাটাস দিলে আমরা সবাই মিলে শেরেবাংলা হলে ফিরে যাই এবং হলের প্রভোক্তার অফিস কক্ষে সিটি টিভির কন্ট্রোল রুমের সামনে আমরা অবস্থান নেই। যাতে করে অপরাধীরা ভিডিও ফুটেজের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে না পারে। (পরে জানতে পারি শেরেবাংলা হলের ১০১১ নং রুম থেকে আবরার যাহাদকে ২০১১ নং রুমে ০৬/১০/২০১৯ইং তারিখে আনুমানিক রাত ০৮:০০ টার সময় রুম নং ২০১১ তে ভেঙে নিয়ে আসামী অলিক সন্নকার, মেহেদী হাসান রবিন, মেফতাহুল ইসলাম জিয়ান, ইফতি মোশাররফ সকাণ, মুজাহিদ রহমান, মুনতাসির আল জেমি, এহতেশামুল রাকিব তানিম, শামীম বিদ্রাহ, বন্দকার



তাবাককারুল ইসলাম তানভীর সহ আরো বেশ কয়েকজন মিলে  
আবরার ফাহাদকে ক্রিকেট ষ্ট্যাম্প এবং স্কিপিং রোপ দিয়ে পিটিয়ে,  
কুল-যুসি, চড়-খাপ্পড় ও লাথি-গুতা মেরে আবরার ফাহাদকে মেরে  
ফেলোছে। এবং তারা দ্বিতীয় তলা থেকে নীচে নামার সিড়ির ল্যান্ডিং  
স্থান এবং ২০১১ নং রুম থেকে আলামত গুলো সরিয়ে ২০১০ নং  
রুমে রাখে। এছাড়া আরো জানতে পারি ০৪/১০/১৯ ইং তারিখে  
একটি মিটিং হয়। মিটিংয়ে মেহেদী হাসান রবিন এবং ইশতিয়াক  
আহমেদ মুন্না, অনিচ সরকার এবং মেফতাহুল ইসলাম জিয়নকে  
চার্জ করে যে, তোরা পলিটিক্যাল হয়েও নন পলিটিক্যালদের সাথে  
মিশিছ কেন ও তাদেরকে সাহায্য করিস কেন? এরপরে  
০৭/১০/২০১৯ইং তারিখে রাত ১০:২০ মিনিটের দিকে শেরেবাংলা  
হলের প্রভাট ড. মো: জাফর ইকবাল খান স্যারের অফিস রুম  
থেকে পুলিশ ০২ (দুই) টি সিপি ক্যামেরার ডিজিটাল ভিডিও



রেকর্ডার বা ভিবিআর (নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার) উদ্ধার করে এবং জব্দ করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা কবির হোসেন হাওলাদার । উদ্ধারকৃত রেকর্ডারে উপরের রং ছিল কালো এবং নীচের রং ছিল সিলভার এবং গায়ে ইংরেজী অক্ষরে ajhualenxa ছিল, রেকর্ডার দুইটির প্রত্যেকটি লম্বায় ১৪.৭' প্রস্থে ১০.৮'', উচ্চতা ১.৮'' ছিল । জব্দ করার সময় সেখানে হলের সুপার ভাইজার মতিউর রহমান, শেরে বাংলা হলের রুম নং ২০০৭ এর তাজোয়ার বখতিয়ার জাহিদ এবং আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম । তখন তদন্তকারী কর্মকর্তা একটি জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন । এই সেই জব্দ তালিকা তাতে আমার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২০/২ । এই সেই দুইটি সিসি ক্যামেরার ভিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার বা ভিবিআর (নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার), উদ্ধার করে এবং জব্দ করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা কবির হোসেন হাওলাদার । উদ্ধারকৃত রেকর্ডারে উপরের রং ছিল কালো



এবং নীচের রং ছিল সিন্ধুভাষা এবং গায়ে ইংরেজী অক্ষরে  
ajhualজাখা ছিল, ব্রেকর্ডার দুইটির প্রত্যেকটি লম্বায় ১৪.৭' প্রস্থে  
১০.৫', উচ্চতা ১.৫' ছিল যা বহু প্রদর্শনী-রোমান.....। আমি  
যাদের নাম বলেছি ট্রাইব্যুনালের কার্ণগডায় তারা সবাই আছে এবং  
স্নাডকৃত, তবে শুধু মাত্র আসামী এহতেশামুল রাবিস তানিম  
নাই। এই আসামার জবানবন্দি।

আসামী মোঃ মুজাহিদুর রহমান ওরফে মুজাহিদ পক্ষের  
নিযুক্ত বিজ্ঞ কৌশলির জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে-আশিকুল  
ইসলাম বিটুকে ধরে নিয়ে আপনি মারধর করেছেন-সত্য নয়।  
কাইনুলকে আপনি শিবির অববাদ দিয়ে তাকে মারধর করার জন্য  
অন্যান্য ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছিলেন-সত্য নয়। আপনার এই  
সমস্ত আচরণের কারণে আপনার সাথে কেউ কথা বলতো না-সত্য  
নয়। এই আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন-সত্য নয়।